এস·বি·পিকচার্সের

মা অন্নপূর্ণা

সুধেন্দু দত্তের প্রযোজনায়

এস, বি, পিক্‌চার্সের শ্রদ্ধার্ঘ্য

মা অন্নপূর্ণা

অধ্যাপক শ্রীমন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ দর্শনশাস্ত্রীর কাহিনী অবলম্বনে

পরিচালনায়ঃ **হরি ভঞ্জ**

চিত্রনাট্য ও সংলাপঃ **শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র**

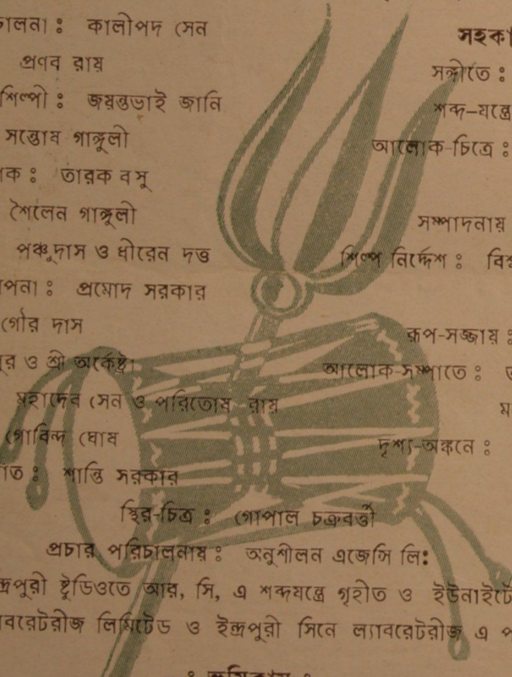

সঙ্গীত পরিচালনাঃ কালীপদ সেন
গীত রচনাঃ প্রণব রায়
আলোকচিত্রশিল্পীঃ জয়ন্তভাই জানি
সম্পাদনাঃ সন্তোষ গাঙ্গুলী
শিল্প নির্দ্দেশকঃ তারক বসু
রূপ-সজ্জাঃ শৈলেন গাঙ্গুলী
সাজ-সজ্জাঃ পঞ্চুদাস ও ধীরেন দত্ত
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনাঃ প্রমোদ সরকার
শব্দ-যন্ত্রীঃ গৌর দাস
অর্কেষ্ট্রাঃ সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা
ব্যবস্থাপকঃ প্রহ্লাদের সেন ও পরিতোষ রায়
পটশিল্পীঃ গোবিন্দ ঘোষ
আলোক-সম্পাতঃ শান্তি সরকার

সহকারীবৃন্দঃ
সঙ্গীতেঃ শৈলেশ রায়
শব্দ-যন্ত্রেঃ সিদ্ধি নাগ
আলোক-চিত্রেঃ রমেন্দ্র ঘোষ
সম্পাদনায়ঃ তরুণ দত্ত
শিল্প নির্দ্দেশঃ বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি
রূপ-সজ্জায়ঃ অনন্ত দাস
আলোক-সম্পাতেঃ তারাপদ মান্না
মনোরঞ্জন ঘোষ
দৃশ্য-অঙ্কনেঃ কবি দাসগুপ্ত

স্থির-চিত্রঃ গোপাল চক্রবর্ত্তী

প্রচার পরিচালনায়ঃ অনুশীলন এজেন্সি লিঃ

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ লিমিটেড ও ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটরীজ এ পরিস্ফুটিত

—ঃ ভূমিকায় ঃ—

ভারতী দেবী, দেবযানী, পদ্মা দেবী, জয়শ্রী সেন, অজন্তা কর, বেলা দত্ত, মঞ্জু গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, মিহির ভট্টাচার্য্য, বীরেন চ্যাটার্জি, বীরেশ্বর সেন, সমীর কুমার, রঞ্জিৎ রায়, নৃপতি চ্যাটার্জ্জি, বেচু সিংহ, নন্দ বল, ঋষি, ধীরাজ দাস, চন্দ্রশেখর দে, শশী রায়, দীলিপ রায়, এবং আরও অনেকে

একমাত্র পরিবেশকঃ **কোয়ালিটি ফিল্মস্ লিঃ**

দক্ষযজ্ঞের পর সতীর মৃতদেহ নিয়ে উন্মাদ শিব যখন প্রলয় নর্ত্তনে সারা বিশ্বকে উদ্বেলিত করে তুললেন তখন তাঁকে শান্ত করতে ছুটে এলেন বিষ্ণু—বিষ্ণুচক্রে সতীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে শিব শান্ত হলেন। তখন তাঁর মন উদাস হয়ে গিয়েছে, তিনি বসলেন ধ্যানে। কঠোর-তপা শিব ধ্যানমগ্ন, হিমগিরির নির্জন এক গিরিশৃঙ্গে। শিব, যিনি জগতের মঙ্গলকারক—সৃষ্টির কার্য্যকলাপের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নেই—ফলে জগতে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ সুরু হ'ল, ধরিত্রী গেল শুকিয়ে—সে কেঁদে কেঁদে সারা হ'ল। তার কান্না স্পর্শ করলো দেবলোককে। কিন্তু দেবতাগণও প্রতীকারের উপায় ভেবে পেলেন না।

ইতিমধ্যে অমঙ্গলের বীজ উপ্ত হ'ল পাতালে—জেগে উঠলো তারকাসুর। পাপের মধ্যেই অসুর জন্ম নেয়—তার শক্তির দাপট প্রকাশ পায়। তারকাসুর স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল অধিকার করে বসলো। দেবগণ প্রমাদ গণলেন—তাঁরা ছুটে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা বললেন,—তারকাসুর সত্যই তাঁর বরে অজেয়; তবে যদি কোনদিন শিবের পুত্র হয় তবে তার হাতেই হবে অসুরের মৃত্যু! তোমরা শিবকে গৃহী করার চেষ্টা কর!

দেবগণ আরও সমস্যার মধ্যে পড়লেন। ছদ্মবেশে তাঁরা কৈলাসের পাদমূলে আত্মগোপন ক'রে থাকেন—শিবকে কি করে সচেতন করা যায় সেই উপায় ভাবছেন এমন সময় দেবর্ষি নারদের পরামর্শে তাঁরা মদন ও রতিকে পাঠালেন শিবের তপোভঙ্গ করতে। কিন্তু মদন সেখানে গিয়ে নৃত্যগীতে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে শিবকে চঞ্চল করতে গিয়ে নিজেই ভস্মীভূত হয়ে গেলেন তাঁর রোষনেত্রের প্রকোপে—রতি শোকে অধীরা হয়ে চিতাগ্নি জ্বেলে আত্মবিসর্জন করতে গেলেন—দেবতারা দাঁড়িয়ে রইলেন অধোমুখে, তাঁদের মুখে সান্ত্বনার ভাষা জোগালোনা। এমন সময় দেবর্ষি এসে রতিকে বললেন যে তিনি যদি গিরিরাজকন্যা উমাকে একবার শিবের কাছে আনতে পারেন তাহলেই সদাশিবের ধ্যান ভঙ্গ হবে, তিনি শান্ত হবেন, গৃহী হবেন এবং মদনকেও প্রাণদান করবেন।

রতি তখনই ছুটে গেলেন উমার কাছে। তাঁকে নিয়ে এলেন সেই নির্জন গিরিশৃঙ্গে। উমার ইষ্টদেব শিব—সেই শিবকে সম্মুখে দেখে তিনিও বিহ্বল হয়ে তাঁর পূজায় বসলেন। সে শুধু পূজা নয়—কঠোর তপস্যা। উমার দীর্ঘদিনের তপস্যা সার্থক হল। নারদ যা যা বলেছিলেন তাই ঘটলো। শিব উমার প্রার্থনায়

তাঁকেই ঘরনীরূপে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন। শিব ও উমার বিবাহ স্থির হ'ল। তারকাসুর সে সংবাদ পেয়ে বাধা দিতে অগ্রসর হল, কিন্তু মহাশক্তির কাছে সেও মাথা নত করতে বাধ্য হল। শিব ও উমার মহোৎসবের সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল।

গিরিরাজ ও মেনকা একমাত্র কন্যা উমাকে অতি কষ্টে বিদায় দিলেন। শিব ও উমা পরম সুখে ঘর করেন। গৃহী শিবের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলো—নাম হল তার কুমার কার্ত্তিক। মায়ের আদরের ধন—মায়ের সঙ্গেই তার দিন কাটে—ক্রমশঃ সে বড় হয়ে মাতৃ আশীর্ব্বাদ নিয়ে গেল দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে শস্ত্র আর শাস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করতে। তারকাসুর তখন বালক দেখলেই হত্যা করছে, তার প্রতি বালককে সন্দেহ। কিন্তু একদিন বালক কার্ত্তিকের সঙ্গেই তার সাক্ষাৎ হয়ে গেল এবং সে তার হস্তেই নিধন প্রাপ্ত হল। দেবগণ স্বর্গে ফিরে গেলেন।

শিব ও উমা তখন পরমসুখে ঘর সংসার করে যাচ্ছেন। একদিন অকস্মাৎ উমার কাণে একটি কথা এল যে সকলে নাকি তাঁকে তাঁর শ্যামকান্তির জন্য সমালোচনা করে। মনে হল অভিমান—শিবকে তিনি আব্দার করে বললেন, তুমি আমার স্বর্ণকান্তি করে দাও! শিব তাঁর কথা শুনে হেসে উঠলেন, ভাবলেন, এও কি একটা কথা—অতি তুচ্ছ ব্যাপার! কিন্তু ব্যাপার তুচ্ছ হলেও উমার মনে শিবের প্রতি অভিমান জেগে উঠলো। অভিমানের কারণ, সদাশিব কথাটিকে আমলই দিলেন না যেন। রাত্রির শেষ যামে অভিমানিনী উমা নিদ্রিত শিবের চরণ পূজা করে চলে গেলেন শিবস্থাপিত বারাণসী ধামে।

শিব জাগরিত হয়ে যখন জানতে পারলেন উমা অভিমানভরে তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছেন তখন তিনি বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কান্না এল তাঁর কণ্ঠে, মনে এল তাঁর হতাশা—তিনি আবার ধ্যানস্থ হলেন।

পৃথিবীর বুকে উঠলো আবার হাহাকার। আবার শিব নিষ্ক্রিয়। অন্নাভাবে জলাভাবে ধরিত্রী কাতর। প্রজাপতি ব্রহ্মা এলেন ছুটে—শিবের কাছে প্রার্থনা নিয়ে। শিবকে তিনি বারণ করলেন চিন্তিত হতে, বললেন, লীলাময়ীর এও এক লীলা—অনুসন্ধান করলেই আপনি তাঁর দেখা পাবেন।

শিব ছুটলেন উমার সন্ধানে। পর্ব্বত, প্রান্তর, বন, উপত্যকা পেরিয়ে এলেন তিনি বারাণসীতে। সেখানে এক কুটিরের আঙ্গিনায় ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে প্রার্থনা করলেন কিছু অন্ন তাঁকে ভিক্ষা দেবার জন্যে। সেই কুটিরের মধ্যেই থাকতেন উমা শিবের পূজায় তন্ময় হয়ে। সহসা স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে, অবগুণ্ঠনের তলে আত্মগোপন করে উমা এলেন ভিক্ষা দিতে। শিব ভিক্ষার ঝুলি পেতেছেন—উমা তণ্ডুল ঢেলে দিচ্ছেন, ভিক্ষার ঝুলিও ভরেনা তণ্ডুলও নিঃশেষিত হয়না। তখন শিব বুঝতে পারলেন ভিক্ষাদাত্রী আর কেউ নয়, উমা। শিব সে কথা বলতে উমা অবগুণ্ঠন সরিয়ে স্বমূর্ত্তিতে প্রকট হলেন। শিব সহাস্যে বললেন, ওগো উমা আজ থেকে তুমি **অন্নপূর্ণা** নামেই ধরাতলে পরিচিতা হবে। শিবকে তুমি ভিক্ষা দিয়ে তৃপ্ত করেছ এবার জগৎ তোমার মহীয়সীরূপ দেখে পূজা করুক। সারা বিশ্ব **অন্নপূর্ণা**র ভাণ্ডারের অন্নে পরিতৃপ্ত হ'ক—তোমার পূজার মন্ত্রে নিখিল বিশ্ব ভরে উঠুক।

মদন রতির গান

রতি: পাষানের বুকে আজ ফোটাবো কুসুম।
উদাসী হিয়া (আজ) দিব রাঙিয়া
ছড়ায়ে অনুরাগ রাঙা কুমকুম।
মদন: পুষ্পধনুকে লয়ে বান
উদাসীর ভাঙ্গিব ধেয়ান,
রতি: অকাল বসন্তের মোহন মায়ায়
জাগাব কুহু গানে বনানী নিঝুম।
মদন: ফুল বনে, ওগো অলি দেখ এ ধরায়
হৃদয় দেওয়ার খেলা আজি দু'জনায়।
রতি: বিরহীর শূণ্য বুকে
তরঙ্গ দোলাব সুখে,
মদন ও রতি: নীরব বাসর গেহে বাজায় আবার
প্রণয়-নুপুরের মধু রুমঝুম্।

মদন রতির গান

রতি: বিরহের সরোবরে মিলন কমল
দোলে দোলে টলমল ॥
(মোর) যৌবন কুঞ্জের রিক্ত শাখে,
আবার মুকুল ফোটে পাপিয়া ডাকে,
মদন: ফাগুনের বেণুরবে ধরা চঞ্চল ॥
রতি: প্রিয়া ধরা দিল আজ বাহুর ডোরে,
(তাই) প্রেমও এল যেন নতুন করে।
মদন: (মোর) আঁখিতে মিলাও তব সলাজ আঁখি
আবার নতুন করে' পরাও রাখী,
রতি: (হোক্) প্রেম মদিরা পিয়ে হিয়া বিহ্বল।

শিবস্তব

হিম গিরিনিভ তনু সুন্দর হে,
মহাযোগী নমো শিব শঙ্কর হে,
হৃদি-মন্দিরে মোর আছ হে ত্রিলোচন,
পূজা-আরতি লহ, প্রভু লহ নিবেদন ॥

চারু চন্দ্রকলা শোভে জটিল জটায়
যত নাগ বিষধর কণ্ঠে জড়ায়
তবু ভস্ম মাখা একি রূপ বিমোহন,
পূজা-আরতি লহ, প্রভু লহ নিবেদন॥
তপতী উমার প্রভু তুমি যে গতি,
সকল সতীর তুমি পরম পতি।
মোর প্রেমাঞ্জলি পদে করি অর্পণ,
পূজা-আরতি লহ, প্রভু লহ নিবেদন॥

ভৃঙ্গীর গান

বর সাজবে নতুন করে' ভোলা দিগম্বর।
(বাবা) ভোলা দিগম্বর॥
আবার বিয়ের ফুল ফুটেছে অনেক দিনের পর॥
কৈলাসে তাই বাদ্যি বাজাই—বিরাট হুলুস্থূল,
(বাবার) তিনটি আঁখি প্রেমের নেশায়
আজকে ঢুলু ঢুলু!
চতুর্দোলায় কাজ কি মোদের, বলদটারেই সাজা
(আর) সানাই যদি না পাস্, নন্দী,
কানাই-ভেঁপু বাজা,
(ওরে) এই বিয়েতে আমরা ছাড়া
সাজ্‌বে কে নিত বর?
বর সেজেছে……………
বাবার দয়ায় আমাদেরও কপাল যদি ফেরে,
বৌ পেলে ভাই দিব্যি করে' নেশাই দেব ছেড়ে।
পত্নী কিম্বা পেত্নী জুটুক, তা'তেও রাজী আছি,
সরু, মোটা, কালো, ধলো-যাহোক্ পেলেই বাঁচি।
বিয়ের নামে আইবুড়ো প্রাণ সইছে না যে তর!
(ওরে) নন্দী আমায় ধর্
(ওরে) ভৃঙ্গী আমায় ধর্॥

ধরিত্রীর গান

ওগো ভৈরব ওগো ভৈরব
তুমি জ্বালিয়াছ একি প্রলয়ের হোমানল,
তাহারি জ্বালায় নিশিদিন জ্বলে
ধরার বক্ষতল॥
হের ধরিত্রী পিপাসিতা, তার বক্ষে অগ্নিচিতা,
দাও দাও তব সজল শ্যামল সান্ত্বনা সুশীতল॥
তুমি জ্বালিয়াছ একি…………ওগো ভৈরব॥

শুষ্ক হয়েছে শ্যামপ্রান্তর, রিক্ত যে তরুশাখা
মরন-শকুন মেলিয়াছে ঐ অভিশাপ কালোপাখা।
আহা নিরন্নদের ঘরে আজ মহাক্ষুধা কেঁদে মরে।
প্রসন্ন হও রক্ষা কর, সৃষ্টির শতদল
তুমি জ্বালিয়াছ একি…………ওগো ভৈরব।

ধরিত্রীর গান

হায়, অসহায় ধরার শিশু মায়ার পুতুল মোর।
এ কোন অভিশাপের লেখা, ললাটপরে তোর।
মায়ের বুকে নেইক সুধা
(আজ) কেমনে তোর মিটবে ক্ষুধা
তোর মুখের পানে তাকাই যত
ঝরে আঁখিলোর।
মায়ার পুতুল মোর॥
ওগো ঠাকুর বোঝ নাকি মায়ের প্রাণের ব্যথা
মা হয়ে কি দেখতে পারি ছেলের কাতরতা
সন্তানের রোদন প্রাণে, শেল সম যে আঘাত হানে
(মোর) দুঃখ গহন ভাগ্যরাতি, কবে হবে ভোর॥

ধরিত্রীর গান

অন্নপূর্ণা দুই হাতে আজ বিলায় আনন্দ!
(তাই) সবার প্রাণে আনন্দেরই তরঙ্গ-ছন্দ।
(আজ) গোলায় ভরা ধান,
(শত) হৃদয় ভরা গান,
বাতাসে আজ ফসল-কাটার মধুর সুগন্ধ॥
নববধূর অধরে আজ পারুল চাঁপার হাসি,
(আর) বংশীবটের তলে বাজে রাখালিয়া বাঁশী
(আহা) মা অন্নদার বরে,
[আজ) অন্ন ভরা ঘরে,
(সুখে) বিশ্ববাসীর হৃদয়-পদ্ম দোলে সুমন্দ॥

কোয়ালিটি ফিল্মস্ লিঃ-এর
পরিবেশনায়

আগামী ছবি

শঙ্কর চিত্রম্-এর

বেদের মেয়ে

এবং

মহেশ্বরী চিত্র মন্দিরের

নিষিদ্ধ ফল

এস. বি. পিক্‌চার্সের
পরবর্তী নিবেদন

কৈকেয়ী

☆

নগরীর অভিশাপ

☆

বিরাট গৃহ

কোয়ালিটি ফিল্মস্ লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।